

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

PUBLIC AFFAIRS SECTION

TEL: 880-2-55662000

FAX: 880-2-9881677, 9885688

E-MAIL: DhakaPA@state.gov

WEBSITE: <http://dhaka.usembassy.gov>



**“CIVIL-MILITARY COORDINATION IN
DISASTER RESPONSE BENEFITS ALL”**

by

***Col. Joseph Martin, Director, Center for Excellence-Disaster
Management***

Last year, the Asia Pacific region continued to be the most disaster prone region in the world. Severe flooding affected India, Indonesia, and Japan, while the Nepal earthquake devastated Kathmandu. Experts warn that climate change will cause cyclones, epidemics, and severe flooding, which will plague the region with increasing intensity. What these disasters continue to teach us is that international partnerships and civil-military cooperation are more important than ever.

After Cyclone Marian swept across Bangladesh in 1991, the United States proudly assisted the Bangladeshi government-led response effort. Never before had the world seen such a swift and inclusive civil-military response to a disaster as Operation Sea Angel, which to this day remains one of the world’s largest civil-military disaster relief efforts.

As Operation Sea Angel’s U.S. commander Lt. Gen. Henry Stackpole stated in 1991, the Bangladeshi government had ample supplies stockpiled in preparation for the disaster; the challenge was distributing them to isolated areas and islands cut off from the mainland. With the aid of Bangladeshi military and civilian agencies, nongovernmental organizations, and military forces from the United States and other partner nations, relief supplies reached the most vulnerable populations in a timely and efficient manner. Additionally, organizations like the U.S. Agency for International Development, Feed the Children, UNICEF, and countless others remained in Bangladesh to aid recovery long after the military departed.

In fact, the efficiency and synchronization of the civil-military cooperation during Operation Sea Angel was so groundbreaking that in 2011 William Milam, U.S. Ambassador to Bangladesh from 1990-1993, said, “The cooperative model we put together for Sea Angel is a model that the military and the civilian side of our government have been using ever since.”

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

PUBLIC AFFAIRS SECTION

TEL: 880-2-55662000

FAX: 880-2-9881677, 9885688

E-MAIL: DhakaPA@state.gov

WEBSITE: <http://dhaka.usembassy.gov>



Bangladesh remains a model for many other reasons. Despite the vulnerability of Bangladesh to cyclones and other natural disasters, the country has made significant progress in improving its disaster preparedness. Moreover, the country stands as a regional example of the courageous progress that can be made by a nation, and time-tested civil-military relationships stand ready to support the government if they need assistance.

These ties were again tested in 2007 when Cyclone Sidr ravished Bangladesh. However, this time the capacity and capabilities built within government agencies since 1991 dramatically reduced the devastation and loss of life.

It is with these ever-present disasters in mind that my staff and I strive to maintain our strong partnership with the civil-military community in Bangladesh. The inclusion of organizations like the U.S. Office of Foreign Disaster Assistance, the International Committee of the Red Cross, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, and the World Food Program in bilateral U.S.-Bangladesh military exercises bring the unique skills and expertise of each of these organizations to the table and help promote vital coordination needed in the aftermath of a disaster.

Close coordination between civilian and military communities is essential for numerous reasons. First, it speeds response and recovery by utilizing the best and most appropriate assets where they will do the most good. This allows relief personnel to reach devastated, remote locations with assets like helicopters tailored to the task, while other resources are used in more accessible areas. Coordination also prevents duplication of efforts and the waste of life-saving time and money. Finally, it promotes the timely flow of information from the host nation government down to assisting state units and agencies and ultimately, to the people in the different communities.

All of these components add up to one outcome – lives saved. That is why, as we move into an uncertain future of stronger and more frequent disasters, civil-military coordination prior to a disaster has become ever more critical. It saves lives before, during, and after a disaster becomes a reality.

=====

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

PUBLIC AFFAIRS SECTION

TEL: 880-2-55662000

FAX: 880-2-9881677, 9885688

E-MAIL: DhakaPA@state.gov

WEBSITE: <http://dhaka.usembassy.gov>



দুর্যোগে সাড়া দেওয়ায় বেসরকারি-সরকারি সমন্বয় সবার জন্য ফলপ্রসূ

- কর্নেল যোসেফ মার্টিন, পরিচালক, সেন্টার ফর এম্বিলেপ্স-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

গত বছর এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিশ্বে সবচেয়ে বেশী দুর্যোগ প্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ও জাপান প্রবল বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং নেপালের ভূমিকম্প কাঠমুন্ডুকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘূর্ণিঝড়, মহামারী, এবং প্রবল বন্যা হবে যা এই অঞ্চলকে প্রবলভাবে প্লেগের মত ছেয়ে ফেলবে। এই দুর্যোগসমূহ আমাদের সারাক্ষণ একটি ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে আন্তর্জাতিক অংশীদার ও বেসামরিক-সামরিক সহযোগিতা আগের তুলনায় আরও বেশী গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় মেরিয়ানের পর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের সাড়া দেওয়া প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে পেরে গর্বিত। বিশ্ব এর আগে কখনো দুর্যোগে সাড়া দেওয়ার এত দ্রুত ও বেসামরিক-সামরিক সহযোগিতা অপারেশন সি এঞ্জেল এর মত দৃষ্টান্ত দেখেনি, যা আজকের দিন পর্যন্ত বিশ্বে সর্ববৃহৎ বেসামরিক-সামরিক দুর্যোগ ত্রাণ তৎপরতার উদাহরণ।

অপারেশন সি এঞ্জেল এর কমান্ডার লে. জে. হেনরি স্ট্যাকপোল ১৯৯১ সালে বলেছিলেন যে বাংলাদেশ সরকারের কাছে দুর্যোগ মোকাবেলায় যথেষ্ট সরবরাহ মজুদ ছিল; চ্যালেঞ্জ ছিল ওগুলোকে দুর্গম এলাকা ও বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোতে পৌঁছে দেওয়া। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক সংস্থাসমূহ, এনজিও, এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও অংশীদার দেশগুলোর সহযোগিতায়, ত্রাণসামগ্রী সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের কাছে সময়মত ও যথার্থভাবে পৌঁছান সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও, ইউএসএআইডি, ফিড দ্য চিলড্রেন, ইউনিসেফ এর মত সংস্থা এবং অগণিত অন্যান্য সংস্থা সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার অনেক পর অন্ধি বাংলাদেশে ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে গেছে।

আসলে, অপারেশন সি এঞ্জেল এর সময় যোগ্যতা ও সমন্বয় এর ক্ষেত্রে বেসামরিক-সামরিক সহযোগিতা এতটাই যথার্থ ছিল যে ১৯৯০-৯৩ সালে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম মাইলাম ২০১১ সালে বলেন,

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

PUBLIC AFFAIRS SECTION

TEL: 880-2-55662000

FAX: 880-2-9881677, 9885688

E-MAIL: DhakaPA@state.gov

WEBSITE: <http://dhaka.usembassy.gov>



“সি এ্যঞ্জেল এর সময় যে সমন্বয় মডেল আমরা গড়ে তুলেছিলাম এরপর থেকে আমাদের সরকারের সামরিক ও বেসামরিক পক্ষ সেই মডেলটিই অনুসরণ করে আসছে।“

বাংলাদেশ আরো অনেক কারণেই মডেল। বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হুমকির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও দেশটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এছাড়াও, দেশটি একটি জাতির সাহসী অগ্রগতির ভূমিকা রাখার ব্যাপারে এ অঞ্চলে দৃষ্টান্তস্বরূপ, এবং সময়ের প্রেক্ষিতে পরীক্ষিত সম্পর্ক বেসামরিক-সামরিক নাগরিক প্রয়োজনে সরকারকে সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত।

এই বন্ধন আরও পরীক্ষিত হয় ২০০৭ সালে যখন ঘূর্ণিঝড় সিডর বাংলাদেশের উপর আঘাত হানে। ১৯৯১ সালের সরকারি সংস্থাগুলোর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পর সেই সময় ক্ষয়-ক্ষতি ও মৃত্যু অনেক কম হয়েছে।

এইসব দুর্যোগের কারণেই আমি এবং আমার কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশের সামরিক-বেসামরিক কমিউনিটির সাথে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব বজায় রাখতে চাই। যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সামরিক প্রশিক্ষণে ইউএস অফিস অব ফরেন ডিজাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট, দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেড ক্রস, দ্য ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর দ্য কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স এবং ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের মত সংগঠনকে যুক্ত করার ফলে তাঁদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরী হয়েছে যা দুর্যোগ-পরবর্তী সমন্বয়ে সহায়তা করবে।

বেসামরিক এবং সামরিক কমিউনিটির মধ্যে নিবিড় সমন্বয় অসংখ্য কারণে প্রয়োজনীয়। প্রথমত, এর ফলে সবচেয়ে ভালো ও যথোপযুক্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দুর্যোগে সাড়া প্রদান এবং উদ্ধার কাজ গতিশীল করা যায়। এর ফলে ট্রাণকর্মীরা হেলিকপ্টারের মত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিধ্বস্ত, প্রত্যন্ত এলাকায় পৌছাতে পারেন এবং অন্যান্য সম্পদকে তুলনামূলকভাবে সহজগম্য এলাকায় কাজে লাগাতে পারেন। সমন্বয়ের ফলে একই কাজের পুনরাবৃত্তি বন্ধ এবং প্রয়োজনীয় সময় এবং অর্থের অপচয় রোধ হয়। সর্বোপরি, এই সমন্বয় ক্ষতিগ্রস্ত দেশটির সাথে সহায়তা প্রদানকারী দেশগুলোর বিভিন্ন সংস্থাগুলো এবং বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের মধ্যে সমন্বয়যোগী তথ্যপ্রবাহে সহায়তা প্রদান করে।

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

PUBLIC AFFAIRS SECTION

TEL: 880-2-55662000

FAX: 880-2-9881677, 9885688

E-MAIL: DhakaPA@state.gov

WEBSITE: <http://dhaka.usembassy.gov>



এই সবগুলো উপাদানের সম্মিলনে একটিই সফল পাওয়া যায় যার অর্থ- মানুষের জীবন বাঁচান
সম্ভব হয়। আমরা অনিশ্চিত একটি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে অধিকতর শক্তিশালী ও ঘনঘন
দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই এমন একটি সময়ে দুর্যোগ পূর্ববর্তী সামরিক-বেসামরিক সমন্বয় আরও বেশী
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এতে দুর্যোগ পূর্বে, সময়কালীন এবং এর পরবর্তীতে মানুষের জীবন রক্ষা সম্ভব হবে।

=====